

রাতের আধারে নিম্নমানের কাগজে ছাপা হচ্ছে পাঠ্যপুস্তক

এম এইচ রবিন •

নির্ধারিত সময়ে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহের লক্ষ্যে রাতদিন চলেছে মুদ্রণ বাঁধাই ও সরবরাহের কাজ। তার পরও নির্ধারিত সময়ে শিক্ষার্থীদের হাতে কিছু বই তুলে দেওয়া নিয়ে শঙ্কা রয়ে গেছে। তবে শেষ সময়ে এসে কিছু কিছু ছাপাখানার মালিক নিম্নমানের কাগজে বই ছাপছেন। তড়িঘড়ি করে বই ছাপতে গিয়ে রাতের আধারে তারা এ কাজ করছেন। এদিকে মান রক্ষা নাকি নির্ধারিত সময়ে শিক্ষার্থীদের হাতে পাঠ্যপুস্তক পৌঁছে দেবে, তা নিয়ে এরপর পৃষ্ঠা ২, কলাম ৩

রাতের আধারে নিম্নমানের কাগজে

(শেষ পৃষ্ঠার পর) কঠিন চ্যালেঞ্জ পড়েছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)। এ নিয়ে লেজেগোবরে অবস্থা এনসিটিবির।

এর মধ্যেই কয়েকটি বিষয়ের পাঠ্যবইয়ের কার্যদেপ্তার দেওয়ার প্রক্রিয়া এখনো হলেও গঠনি। এসব বই জানুয়ারি মাসে সরবরাহ দেওয়া যাবে কিনা তারও নিশ্চয়তা নেই। অবশ্য এনসিটিবির কর্মকর্তারা আশাবাদী যথাসময়ে পাঠ্যপুস্তকের সরবরাহের কাজ শেষ হবে। তবে ১ জানুয়ারি পাঠ্যপুস্তক উৎসব উদযাপনের দিন কতটি বই পাবে শিক্ষার্থীরা, তা দেখার বিষয়। প্রতিবছর বই উদযাপনে শতকরের ফাঁকি দেয় এনসিটিবি। উৎসবের দিনে শিক্ষার্থীপ্রতি মাত্র এক-দুইটি করে বই দিয়ে প্রচার করা হয় ৩৪-৩৫ কোটি পাঠ্যপুস্তক তুলে দিয়েছে। বিভিন্ন শ্রেণির সব পাঠ্যবই পেতে শিক্ষার্থীদের মাচ থেকে এপ্রিল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। ২০১৮ সালে তাতেও অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের কিছু কর্মকর্তার কারণে।

অনুসন্ধান জানা যায়, প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক নিম্নমানের কাগজে ছাপানোর কারণে সম্প্রতি বলাকা প্রিন্টার্সের ১১০ টন; লেটার অ্যান্ড কালারে ১৪০ টন; লেখন আর্ট প্রেস ৫০ টন; এস আর প্রিন্টার্স ৬০ টন; প্রিয়াংকা ৫০ টন; জুপিটার ও সীমাল প্রিন্টার্সের আলদা ১০০ টন; সাগরিকা ১৯০ টন; পিএ প্রিন্টার্স ২০ টন; পেপার প্রেসেসের ৪৯০ টন কাগজ জন্ম করা হয়। এ নিয়ে তেলপাড় অবস্থা সৃষ্টি হয় এনসিটিবি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে।

প্রাথমিকের পাঠ্যপুস্তক ছাপার কার্যক্রম তদারক করার দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান কন্ট্রোলিং অফিসের এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা জানান, টেন্ডারের শর্তনুযায়ী কাগজের মান পরীক্ষা করা হয়। যদি ঘাটতি থাকে সেগুলো বাতিল করা হয়। এমনকি ছাপা হওয়া কাগজ দেখে নিম্নমানের প্রমাণিত হলে এসব কাগজে লাল কালি দিয়ে বাতিলের সিল দেওয়া হয়, যাতে ওইসব কাগজ আর পাঠ্যবইয়ে ব্যবহার না হয়। শুরু থেকেই নিম্নমানের কাগজের ব্যাপারে শঙ্ক অবস্থানে ছিলেন বলেও জানান এই কর্মকর্তা।

প্রাথমিক স্তরে ছাপা হচ্ছে ১০ কোটি ৩৬ লাখ বই। এর মধ্যে ৭ কোটি ৮০ লাখ ৪০ হাজারের বেশি ছাপা সম্পন্ন হয়েছে, যা মোট বইয়ের ৭৫ শতাংশ। বিভিন্ন জেলা-উপজেলায় পৌঁছানোর জন্য প্রায় ৬ কোটি ৪৮ লাখের বেশি বইয়ের ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। কার্যদেপ্তার অনুযায়ী ৫০৮টি উপজেলার মধ্যে ৪২৫টি উপজেলার বই পৌঁছেছে।

এনসিটিবির একটি নির্ভরশীল সূত্র জানিয়েছে, মাধ্যমিক স্তরের সংশোধিত (সুখপাঠ্য) পাঠ্যবই ছাপার কাজ শেষ হওয়া নিয়ে শঙ্কা রয়েছে। ৬০টির অধিক প্রতিষ্ঠানকে ১০২ লটে প্রায় পৌনে ২ কোটি পাঠ্যবইয়ের কার্যদেপ্তার দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। আরও ৭-৮ দিন লাগবে এ প্রক্রিয়া শেষ হতে। তবে গুটিকয়েক প্রতিষ্ঠান কার্যদেপ্তার নিয়ে ছাপানোর কাজ শুরু করেছে।

একটি ছাপাখানার ব্যবস্থাপক এ বিষয়ে জানান, ছাপা সম্পন্ন, বাঁধাই এবং জেলা-উপজেলায় পৌঁছাতে কার্যদেপ্তার পর কমপক্ষে ৫৫ দিন সময় দিতে হবে। এর পরও জরিমানা দিয়ে আরও ২৮ দিন পর্যন্ত বই ছাপাতে পারবে ছাপাখানাগুলো। এ হিসাবে এসব পাঠ্যবই ১ জানুয়ারি শিক্ষার্থীদের হাতে পৌঁছানো অনিশ্চিত।

এনসিটিবির এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা জানান, মাধ্যমিকের সুখপাঠ্য বইয়ের পাঠ্যক্রম তৈরিতে দেরি হওয়ায় দরপত্র আহ্বানেও বিলম্ব হয়। গত সপ্তাহে কিছু প্রতিষ্ঠান স্বল্প পরিমাণে বই ছাপার কাজ শুরু হয়েছে। এসব পাঠ্যবই ছাপার তদারককার জন্য ১৮টি মনিটরিং টিম কাজ করবে। এ ছাড়া মাধ্যমিক স্তরের অন্য পাঠ্যবই ছাপানোর অগ্রগতি খুবই সন্তোষজনক বলেও জানান এই কর্মকর্তা।

একটি সূত্রের তথ্য অনুযায়ী, মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যবই ছাপানোর কার্যদেপ্তার পাওয়া বেশ কয়েকটি ছাপাখানা রাতের আধারে নিম্নমানের কাগজে বই ছাপছে। পরিদর্শক টিম প্রায় ১০ থেকে ১২টি ছাপাখানা থেকে ৪০০ টনের বেশি নিম্নমানের কাগজ জন্ম করে।

জানা গেছে, মান রক্ষা করবে নাকি কোনোরকম পাঠ্যপুস্তকে তৈরি করে নির্ধারিত সময়ে শিক্ষার্থীদের হাতে পৌঁছে দেওয়ার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করবে এনসিটিবি—এবারের পাঠ্যপুস্তক নিয়ে এমনই লেজেগোবরে অবস্থা। শিক্ষামন্ত্রী মুরুল ইসলাম নাহিদ প্যারিস থেকে দেশে ফেরার পর এ নিয়ে বসবেন সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে। এ ব্যাপারে এনসিটিবির চেয়ারম্যান প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা বলেন, যেসব ছাপাখানায় নিম্নমানের কাগজ চিহ্নিত করা হয়েছে, তারা অবশ্যই শান্তির আওতায় আসবে। টেন্ডারের নিয়ম অনুযায়ী কোন অনিয়মের কী শাস্তি—সবই সুনির্দিষ্ট করা আছে। কেউ অনিয়ম করে ছাড় পাবে না। মানসম্মত পাঠ্যবই দেওয়ার ব্যাপারে জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করছে। আশা করি সব পাঠ্যবই যথাসময়ে পৌঁছে যাবে। সুখপাঠ্য বই নিয়ে একটি জটিলতা ছিল, এটাও থাকবে না।